লোকটা নিজেই একটা গান

প্রতুল মুখোপাধ্যায় তাঁর সন্ততিদের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর গানে। সেই স্বপ্ন জেগে থাকুক।

স্মরণ: প্রতুল মুখোপাধ্যায়

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

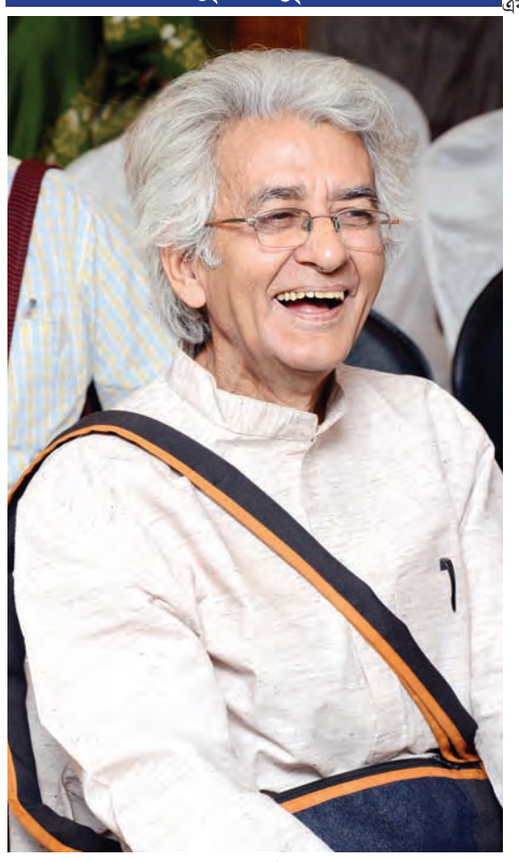

'লোকটা নিজেই একটা গান।/
আস্ত একটা গান।'
এর চেয়ে ভাল ভাবে প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁকে নিয়ে লেখা একটা গানে এই কথাই রচেছিলেন কবীর সুমন।
নিজের সঙ্গে, নিজের ভাবনার সঙ্গে, নিজের স্বপ্নের সঙ্গে গানকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। মাঠে-ময়দানের ছোট্ট আসরে যেমন, রবীন্দ্র সদনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহেও একইরকম ছিলেন তিনি। সমস্ত মন, প্রাণ ও শরীর দিয়ে গান হয়ে উঠতেন।
একবার তাঁর সঙ্গে তাঁর এক শ্রোতার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বলেছিলেন, আমার এক শ্রোতাকে চলো গান শুনিয়ে আসি। গিয়ে দেখি, বছর ছয়েকের একটি মেয়ে তাঁর সেই শ্রোতা। তাঁর যাওয়ার কথা ছিল, তাই সেই ছোট্ট ঘরে মেয়েটির মা, বাবাও সেদিন উপস্থিত। প্রতুল মুখোপাধ্যায় মেয়েটিকে বললেন, কী গান শুনবি তুই? মেয়েটি বলে, চার্লস চ্যাপলিন। শুনে, প্রতুলদার আর বসা হল না। দাঁড়িয়ে, তাঁর অনন্য ভঙ্গিতে শুরু করলেন সেই অসাধারণ গান— 'সেই ছোট্ট দুটি পা/ঘুরছে দুনিয়া'। মনে হচ্ছিল, যেন কোনও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে গান গাইছেন তিনি। এমন ছোট্ট একজন শ্রোতার জন্যে তাঁর যে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদিত গান গাওয়া, এই দৃষ্টান্ত বিরল। বিরলতম। আজও শুনতে পাই, সেই ছোট্ট শ্রোতাকে মর্যাদা দেওয়া প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ— 'ভালোবাসা নাও চার্লস চ্যাপলিন/ ভালোবাসা ছড়াও চার্লস চ্যাপলিন/পৃথিবীর বুকে ঊষর মরুতে ফুল ফোটাও।'
এবার ২০২৫-এর জানুয়ারিতে তিনি ভর্তি হলেন এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে। অসুখ-বিসুখ নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু গান গাইতে পারবেন কি না, সেটা নিয়েই। এবং হাসপাতালের ডাক্তার থেকে নার্স, যাঁরাই তাঁর কাছে এসে গান শুনতে চেয়েছেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায় গেয়ে উঠেছেন তাঁর অনবদ্য সব গান। এখানেই একদিন গাইলেন শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' নিয়ে তৈরি তাঁর গান— 'এই তো জানু পেতে বসেছি পশ্চিম'। এই গান সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেছেন সবাই। যেন চিরন্তন এক স্বপ্নকে আবার নতুন করে পৌঁছে দিতে চাইছেন তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে— 'ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও/আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'
'আমি বাংলায় গান গাই' তো বিশ্বের বাঙালিদের নিজস্ব গান হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সন্ততিদের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছেন। লড়াই করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অসাধারণ সুরে, অসাধারণ স্বরযন্ত্রের প্রয়োগে সেই যে গেয়েছিলেন— 'যদি একবার হারো,/ বারবার হারো,/ বারবার লড়ো/ যতদিন না বিজয়ী হও।'
গান গাইতে গাইতেই চলে গেলেন গান-মানুষ প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা, তাঁর সুর, তাঁর স্বপ্ন থেকে যাবে তাঁর সন্ততিদের জন্যে। স্বপ্নই তো দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর গান, তাঁর স্বপ্ন নতুন করে পৌঁছোক নতুন প্রজন্মের কাছে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর এটাই প্রকৃত পথ।

সঙ্গীতাচার্য ৯৯

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: ভাষাদিবস একুশে ফেব্রুয়ারি হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীতের প্রবীণতম ব্যক্তিত্ব সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯ বছরে পদার্পণ করবেন। তিনি আজ কেবল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী বা শিক্ষক নন, আজ ৯৯ বছর বয়সে এসে নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। জন্মদিনে বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতাচার্যকে রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে শুক্রবার 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানাবেন তাঁর শিষ্য এবং প্রশিষ্যবৃন্দ। জন্মদিনের দিনে প্রধান আকর্ষণ সঙ্গীতাচার্যের কণ্ঠসঙ্গীত এবং তাঁকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র 'চরৈবেতি'। গানে গানে গুরু অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাবেন বনিকা সরকার ও নন্দিনী চক্রবর্তী।

শুদ্ধ বসন্তরাগের আলাপ

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: সম্প্রতি রোটারি সদনে 'অনুভব আনন্দম' আয়োজিত সারস্বত-সন্ধ্যার মুখ্য আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তীর সেতারবাদন ও পণ্ডিত সমর সাহার তবলাসঙ্গত। বসন্তঋতুর আবহে ধ্রুবজ্যোতি এদিন বাজিয়েছিলেন শুদ্ধ বসন্তরাগের সুললিত আলাপ, বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎ এবং ঝালা। উপস্থাপনা ছিল মনকাড়া।
শুরুতে স্বনামধন্য ধ্রুপদী আয়োজক রবীন পালের সংবর্ধনা ও জীবনকৃতি সম্মাননা- জ্ঞাপন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর থেকে শুরু করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যশস্বী শিল্পীরা সবাই তাঁর গুণগ্রাহী। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের তারকাদের অভিনবত্বের উপস্থাপনায় জলসাঘর-এর প্রাণপুরুষ রবীন পালের জুড়ি মেলা ভার। রবীন পাল সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করলেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, অনুপ মতিলাল, বিশ্বজিৎ মতিলাল, দেবাশিস বসু এবং সমর সাহা।

স্বল্পশ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীত

অভিজ্ঞান ও 'স্বল্পশ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর' – একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: বাংলা সঙ্গীতের সুস্থ প্রচার ও প্রসারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী অভিজ্ঞান ও 'স্বল্পশ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর' – একে অপরের পরিপূরক। ২০০৮ সাল থেকে আয়োজিত হয়ে আসা এই অনুষ্ঠানে বাংলার প্রথিতযশা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন। আজ অবধি যতবার এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে প্রতিবারেই সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের ভিড়ে পূর্ণ হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবার কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল অভিজ্ঞান আয়োজিত 'স্বল্পশ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর'। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি তালবাদ্যশিল্পী উস্তাদ জাকির হোসেনের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
অভিজ্ঞান-এর ১২০ জন শিল্পীর সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল একে একে 'জাগ্রত বিশ্বকোলাহল মাঝে', 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল', 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও' এবং 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে' গানগুলি, যার পরিচালনায় ছিলেন অভিজ্ঞানের কর্ণধার অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়।মাতৃশক্তির প্রভাব আমাদের সমগ্র জীবনকে কোনও না কোনও ভাবে আবৃত করে রাখে। কখনও তা

বিশ্বজননী, কখনও দেশমাতৃকা আবার কখনও আমাদের গর্ভধারিণী। সেই ভাবনায় পরিবেশিত হয় নৃত্যগীতি আলেখ্য 'মা'। 'জননী তোমার করুণ চরণখানি', 'জননীর দ্বারে আজি ওই' এবং 'মা আমি তোর কি করেছি' – এই তিনটি গানে নৃত্য পরিবেশনা করলেন সৌভিক চক্রবর্তী এবং পদাতিক ডান্স গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ। এই পর্বের সঙ্গীত আয়োজন ও পরিচালনায় ছিলেন অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্বের অন্যতম প্রাপ্তি ১৮ মাত্রার রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বপ্রথম কত্থক আঙ্গিকে নৃত্য-পরিবেশন।
অনুষ্ঠানের তৃতীয়পর্বে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অলক রায়চৌধুরি, প্রমিতা মল্লিক, সুব্রত সেনগুপ্ত, লোপামুদ্রা মিত্র, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের পরিবেশনায় একে একে উঠে আসে 'তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ', 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়', 'আনন্দ তুমি স্বামী', 'বাহির পথে বিবাগী হিয়া', 'যদি হল যাবার ক্ষণ' গানগুলি। যন্ত্রানুষঙ্গে অসামান্য সহযোগিতা করেন অংশুভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ চক্রবর্তী, দীপাঞ্জন রায়, সুভাষচন্দ্র পাল এবং সঞ্জীবন আচার্য। সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী সুকুমার ঘোষ।

সৌহার্দ্য থিয়েটার কার্নিভালে ৪ নাটক

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিনে 'পর্ণশ্রী বহুমুখী কালচারাল সোসাইটি'-র আয়োজনে বেহালার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হল 'সৌহার্দ্য থিয়েটার কার্নিভাল'। একটি গীতিআলেখ্য-সহ চারটি ছোট নাটক মঞ্চস্থ হল কার্নিভালে। চারটি নাটক জেসিকার গল্প, স্ত্রীর পত্র, আর ডি বর্মন ও আমরা তিনজন, এবং সত্যি ভূতের গল্প। বহুমুখীর সঙ্গে রূপঙ্কর বাগচীর 'কৃষ্টি পটুয়া' ও পাড়ার অতীতদিনের নাট্যাভিনেতাদের নিয়ে 'সৌহার্দ্যে'র এই উদ্যোগ। এদিন শুরুতেই সংবর্ধনা জানানো হয় বহুমুখীর বহুদিনের সঙ্গী বর্ষীয়ান নাট্যাভিনেত্রী অনুরাধা দত্তকে। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সঞ্জীব সরকার রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করে দর্শক ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শুরুতেই 'ইতি ভালোবাসা' সংস্থা কর্তৃক পঞ্চকবির কবিতা নৃত্য-সহযোগে পরিবেশনা আকর্ষক হয়েছিল। প্রথম নাটক 'জেসিকার গল্প' (নাট্যরূপ-গৌরব দত্ত) বর্তমান সমাজের মুখোশ খোলার গল্প। পৌলমী চট্টোপাধ্যায় ও দেবদাস ঘোষের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উপস্থাপনা। দ্বিতীয় নাটক 'স্ত্রীর পত্র' (কাহিনি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ-অর্পিতা ঘোষ) প্রায় ২০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ে সমৃদ্ধ। কয়েকটি চরিত্রায়ণে সাবলীলতার অভাব থাকলেও মৃণাল, বিষ্ণু, সমু ও কমলির চরিত্রে যথাক্রমে চন্দ্রাণী চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি, চিরঞ্জিত ঘোষ ও পেখমের অভিনয় যথাযথ। তৃতীয় নাটক 'আর ডি বর্মন ও আমরা তিনজন' কৃষ্টি পটুয়ার প্রযোজনা। আসলে তিনজন ডাঃ শান্তনু বোস, বেণু ও দীপুর গল্পে যথাক্রমে রূপঙ্কর বাগচী, চৈতালি ও দেবদাসের ত্রিকোণ সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রেম ও প্রেমহীনতার জটিলতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গল্পের রূপ পেয়েছে। আবহ সেতুটি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে রূপঙ্কর পরিবেশিত আর ডি বর্মনের সাঙ্গীতিক মূর্ছনায়। শেষ নাটক 'সত্যি ভূতের গল্প' উজ্জ্বল উপস্থাপনা। পরিচালক দেবদাস ঘোষের এটি তাঁর শিক্ষক-নাট্যকার মনোজ মিত্রের প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন। অভিনয় অংশে বিধাতা, চিত্রগুপ্ত, যমরাজ, গুগলু, কদমদাস ও পুলিশমামা চরিত্রে যথাক্রমে অভিজিৎ মুখার্জি, সঞ্জীব চৌধুরি, সুপ্রতিম মজুমদার, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মিলনগোপাল গোস্বামী ও সঞ্জীব চক্রবর্তীর অভিনয় সমৃদ্ধ করেছে নাটককে। ভাল লাগে দাড়িবাবা চরিত্রে বিপ্লব নাহা বিশ্বাসকে। সূত্রধার হিসেবে সুব্রত, দেবদাস এবং পেখমের অভিনয় ও গান প্রশংসার দাবি রাখে। আবহ সঙ্গীতে ছিলেন- নন্দকিশোর দাস, পলাশ গায়েন, রাজু গায়েন, রানা চক্রবর্তী ও সুশোভন। নাটকগুলির সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন দেবদাস ঘোষ।

'সত্যি ভূতের গপ্প'। একটি দৃশ্যে 'দাড়িবাবা' বিপ্লব নাহা বিশ্বাস ও 'পুলিশ' সঞ্জীব চক্রবর্তী।

সরোদ, বাঁশির সুরে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: ফোরাম ফর প্রমোশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার, জেনেক্স ভ্যালির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাদের একাদশতম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন। তিনদিনের এই আসরে সরোদের সুরে মাতিয়ে রাখলেন রাজীব চক্রবর্তী। সঙ্গে তবলায় ছিলেন সৌম্য নন্দী। এরপর সুপ্রিয় দত্তের উদাত্ত কণ্ঠের সুর ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রোতাদের মনে। রাতের শেষ প্রহরকে রাগাশ্রয়ী গানে বেঁধে রেখেছিলেন অন্বেষা দত্তগুপ্ত। অনুষ্ঠান মেতে উঠেছিল সরোদ আর বাঁশির ধ্বনিতে। ত্রৈলী দত্ত আর বালক প্রতিভা অনির্বাণ রায়ের যুগলবন্দীতে সুরের মূর্ছনা জেগেছিল। ছিল পিউ মুখার্জির ক্লাসিক্যাল আর সেমি ক্লাসিক্যাল কণ্ঠসঙ্গীত। হারমোনিয়ামে ছিলেন জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি। শেষ দিনের সন্ধ্যায় স্বর আর সুরের তান তুললেন আরশাদ আলি খান। সঙ্গে ছিলেন সন্দীপ চ্যাটার্জি ও অর্চিক ব্যানার্জি। এরপর তালবাদ্যের ছন্দে মাতালেন পণ্ডিত শুভেন চ্যাটার্জি ও পণ্ডিত এন শংকর । শেষ রাতের দখল নিলেন সৌরেন্দ্র-সৌমজিৎ। ফোরাম ফর প্রমোশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার ১১ বছর ধরে চেষ্টা করে চলেছে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এবং তার প্রসার ঘটাতে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

North 24 Parganas Zilla Parishad Tender
Additional Executive Officer, North 24 Parganas Zilla Parishad invites online tender as follows : (1) NIT NO. N-62/24-25 (Eng) 2nd Call, (2) NIT NO. N-69/24-25 (Eng) 2nd Call, dated-17.02.2025. Details may be obtained from the website : https://wbtenders.gov.in.
Sd/-Additional Executive Officer,
North 24 Parganas Zilla Parishad
283(3)/DICO/N24Pgs, dt.18.02.2025

Government of West Bengal
e-Tenders are invited for execution of different soil conservation schemes under SDS, TRFA-Pulses & NEMO-OS scheme for the FY-2024-25 [Ref. No. e-NIT-04/2024-25 (SI No.-1 to 4)], Tender Id.- 2024_DOA_815191_1/2/3/4 under Office of the Deputy Director of Agriculture (Soil & Water Management), Bankura at Krishi Bhavan, Bankura. End date of Bid submission for participation in e-Tender is 28.02.2025 upto 1.00 p.m. Details will be available at http://wbtenders.gov.in and at the office of the undersigned in any working day.
Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Soil & Water Management), Bankura
Memo No-131/(1)/ADV/DICO/BNK
Dt.-17.02.2025

কেনরা বেঁক Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কসবা রাজডাঙা ব্রাঞ্চ
দিশা অ্যাপার্টমেন্টস, ১ম ফ্লোর, ১০১, রাজডাঙা নবপল্লী, হালতু পোস্ট, কলকাতা-৭০০০৭৮

যেহেতু,
কানাড়া ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২) [এখানে এরপর 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সুতপা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা: সুতপা ঘোষ**-এর প্রতি **৩০.১১.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **₹ ১০,৭০,৪৩৬.৮৮** (দশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশো ছত্রিশ টাকা ও অষ্টাশি পয়সা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা উক্ত দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন **₹ ১০,৭০,৪৩৬.৮৮** (দশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশো ছত্রিশ টাকা ও অষ্টাশি পয়সা মাত্র) এবং তার ওপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, কসবা রাজডাঙা ব্রাঞ্চ**-এর দায়সাপেক্ষ হবে।
দি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সময়ে অর্থাঙ্ক পরিশোধ করে জামিনযুক্ত সম্পদ ছাড়িয়ে নিতে বলা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: ''লীলাবতী অ্যাপার্টমেন্ট'' নামিত বিল্ডিং-এর ৪র্থ ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসযোগ্য মার্বেল মেঝের ফ্ল্যাট নং ৪০৪ যার কার্পেট পরিমাপ প্রায় ৫৮০ বর্গফুট এবং অবস্থিত চৌহদ্দি নং ১৪১, রাজডাঙা গোল্ড পার্ক, পোঃ ও থানা- কসবা, কলকাতা-৭০০১০৭, কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০৭ যার অ্যাসেসি নং ৩১১০৭১৫১১৭৫৭ অধীনস্থ এডিএসআর অফিস শিয়ালদা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ প্রায় ৬ কাঠা ১ ছটাক জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ যার মৌজা- কসবা, তৌজি নং ১৪৫, জে এল নং ১৩, আর এস দাগ নং ২৫৩৫, আর এস খতিয়ান নং ২১০, বিইং প্রেমিসেস নং ১৪১, রাজডাঙা গোল্ড পার্ক, পোঃ কসবা, থানা- কসবা, কলকাতা-৭০০১০৭, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা সহ তদ্‌অন্তর্গত সকল প্রবেশাধিকার ও সুবিধাদি।
তারিখ: ১৫.০২.২০২৫ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — কানাড়া ব্যাঙ্ক

কেনরা বেঁক Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
জিন্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি মোড়ের কাছে, সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন- ৭১৩২১১

যেহেতু:
কানাড়া ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২) [এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **মেসার্স সায়ন এন্টারপ্রাইস, প্রোপ্রাইটর: বন্দনা মিশ্র,** গ্রাম-কুসুমবাণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১৪২ (এখানে পরে **ঋণগ্রহীতা** হিসাবে উল্লিখিত), **শ্রীমতী বন্দনা মিশ্র,** গ্রাম-কুসুমবাণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১৪২ (এখানে পরে **প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা** হিসাবে উল্লিখিত), **তপন মিশ্র,** পিতা বৈদ্যনাথ মিশ্র, কুসুমবাণী মারার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১৪২ (এখানে পরে **জামিনদার** হিসাবে উল্লিখিত)-এর প্রতি **১৩.১২.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন,** যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **₹১৫,০১,৫৯০.৫৪** (পনেরো লক্ষ এক হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **₹১৫,০১,৫৯০.৫৪** (পনেরো লক্ষ এক হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) এবং **১৩.১২.২০২৪** তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তার উপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক**-এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ কমবেশি ৩ ডেসিমেল এবং তার উপর নির্মিত দোতলা বাড়ি, **বন্দনা মিশ্রর নামে,** মৌজা-যমুনাবাঁধ, জে এল নং ৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১১৭৪ এবং ২০৫৭, প্লট নং ১২০, হোল্ডিং নং ৫৪৭/সি, বিষ্ণুপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৯, জেলা বাঁকুড়া, পিন-৭২২১২২। **এরিয়ার চৌহদ্দি:** উত্তর- তড়িৎ মণ্ডলের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ- প্লট নং ১২০ এর ফাঁকা জমি; পূর্ব- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- তড়িৎ মণ্ডলের সম্পত্তি।
তারিখ: ১৮.০২.২০২৫ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: দুর্গাপুর — কানাড়া ব্যাঙ্ক

রসেল টেকসিস লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিস: জিন্দাল টাওয়ারস, ব্লক বি, ৫ম তল, ২১/১এ/৩, দরগা রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭
টেলিফোন: +৯১ ৮০৬ ৮৪৩ ৪৫০০, ওয়েবসাইট: www.rosselltechsys.com, ইমেল: investors@rosselltechsys.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি
রসেল টেকসিস লিমিটেডের সদস্যগণ (সিআইএন: U29299WB2022PLC258641) সমীপে
কোম্পানী আইন, ২০১৩ (আইন)-এর ধারা ১১০ এবং ১০৮ এবং কোম্পানী (পরিচালনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ ও ২২ অনুযায়ী, সংশোধিত অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০ (৮ এপ্রিল, ২০২০), ১৭/২০২০ (১৩ এপ্রিল, ২০২০), ২০/২০২০ (৫ মে, ২০২০), ২২/২০২০ (১৫ জুন, ২০২০), ৩৩/২০২০ (২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০), ৩৯/২০২০ (৩১ ডিসেম্বর, ২০২০), ১০/২০২১ (২৩ জুন, ২০২১), ২০/২০২১ (৮ ডিসেম্বর, ২০২১), ৩/২০২২ (৫ মে, ২০২২), ১১/২০২২ (২৮ ডিসেম্বর, ২০২২) এবং ০৯/২০২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩) অনুযায়ী, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইন্সটিটিউট অফ কোম্পানী সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি এবং রেগুলেশন (বর্তমানে কার্যকর যে কোনও আইনগত পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ), রসেল টেকসিস লিমিটেড/কোম্পানীর সদস্যদের দ্বারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে, শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ("ই-ভোটিং") যা কোম্পানী তার সকল সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে ভোট প্রদান করার জন্য প্রদান করছে, যা নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত:

প্রস্তাব নং	বিবরণ
১	মি. তালারি সুবর্ণ রাজু (ডিআইএন: ০৫১৮৩৬১৭) কে স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ।

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি পাঠিয়েছে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে, যাদের নাম ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার/লাভজনক মালিকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরির অংশগ্রহণকারীদের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে।
এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rosselltechsys.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি ল